যায়যায়দিন

11 MAR 2008

এডুকেশন বোর্ডের কাছে মা এখনো দ্বিতীয় শ্রেণীর অভিভাবক

যশোরে আর্জম

সার্টিফিকেট রেজিস্ট্রেশনে মার নাম বাধ্যতামূলকভাবে লেখা হচ্ছে। কিন্তু তারপরও দেশের এডুকেশন বোর্ডগুলোর কাছে এখনো পর্যন্ত মা দ্বিতীয় শ্রেণীর অভিভাবক। দাফতরিক কোনো কাজেই বোর্ড কর্তৃপক্ষ মায়ের আবেদনকে আমলে নিচ্ছে না। ফলে বাবার অনুপস্থিতিতে ছাত্রছাত্রীদের গর্ভধারিণী মায়েদের ঝামেলায় পড়তে হচ্ছে। তারা অসম্মানিত হচ্ছেন।

পৃ ১৫ ›› ক ৭

এডুকেশন বোর্ডের কাছে মা এখনো

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ছাত্রছাত্রীদের ভুল নাম, জন্ম তারিখ, বয়স, নামের বানান সংশোধনসহ আরো কিছু দাফতরিক প্রয়োজনে অভিভাবককে এফিডেভিট করে বোর্ড কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করতে হয়। আবেদনের পর বোর্ড প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। কিন্তু বোর্ডের ফরমের 'খ' নিয়মাবলীর ৪ নাম্বার ধারায় বলা হয়েছে, শিক্ষার্থীর আইনত অভিভাবক বাবা। কেবল মাত্র তার মৃত্যু হলে মা অভিভাবকত্ব দাবি করতে পারবেন। যশোর শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রের নারী ফোরামের সভাপতি শ্রাবণী সুর গত ৬ মার্চ তার মেয়ের ম্যাট্রিক ও ইন্টারের সার্টিফিকেটের নামের বানান সংশোধন করার জন্য একটি এফিডেভিট করে যশোর এডুকেশন বোর্ডে যান। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা তাকে জানান, ওই এফিডেভিট গ্রহণ করা হবে না। অভিভাবক হিসেবে বাবাকে এফিডেভিট করতে হবে।

জানা যায়, রেজিস্ট্রেশন ফরম পূরণসহ বোর্ডের বেশ কিছু দাফতরিক কাজে মায়ের নাম বাধ্যতামূলকভাবে লেখা হচ্ছে। কিন্তু আইনগত দিক দিয়ে মা অভিভাবকত্ব দাবি করতে পারছেন না। এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এডুকেশন বোর্ডের এক কর্মকর্তা বলেন, মা দ্বিতীয় শ্রেণীর অভিভাবক। আইনগতভাবে আমাদের করার কিছুই নেই। শিক্ষার্থীর আইনগত অভিভাবক শুধু বাবাই।